১১১

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 01 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঢাকা ভার্সিটিতে সেশনজট কমছে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের সেশনজট এখন কমার পথে। গত ৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলার ফলে সেশনজট খুলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে গত দু'বছরে প্রায় এক বছরের জট কেটে গেছে। ৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারে শিক্ষা কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যথারীতি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তবে কিছু কিছু পরীক্ষা পিছানো হয়েছিল ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। যদিও সে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় তবু একাডেমিক ক্যালেন্ডারে নির্ধারিত শিডিউল থমকে যায়। এজন্য দেরীতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ফল তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে সেশন ঠিক রাখা হয়। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন কমিটির সভাপতি প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, '৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনার্স ১ম বর্ষ ও মাস্টার্স ১ম বর্ষ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্প্রতি প্রকাশিত '৯৩–৯৪ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারে অনার্স ১ম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ এবং মাস্টার্স ১ম পর্ব ও শেষ পর্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আরও নতুন বর্ষ এবং ক্রমান্বয়ে সকল শ্রেণী একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

স্বাধীনতার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে শুরু করে। '৭৩–এর ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও সংঘর্ষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। '৭৪–এ মহসিন হলে ৭ খুনের পর দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হয়ে গেলে শুরু হয় সেশনজট।

১৯৭৭ সালে এই জট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বের করার কাজ শুরু হয়। দুটি এইচএসসি ব্যাচ এক সঙ্গে অনার্সে ভর্তি করে জট নিরসনের চেষ্টা চালানো হয় এবং '৮১–র মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট থেকে প্রায় বেরিয়ে আসে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী জট বাঁধে এরশাদের নয় বছরের স্বৈরশাসনের সময়। এ সময় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এর ফলে প্রায়ই নানা ধরনের সংঘর্ষ লেগে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরুতেই এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়।

এক হিসাবে দেখা গেছে, এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে নির্ধারিত বন্ধের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় এক হাজার দিন বন্ধ ছিল। বিভিন্ন ছাত্র সংঘর্ষ, ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষ ইত্যাদি কেন্দ্র করে তখন মাসের পর মাস বন্ধ থাকত ক্লাস। অনির্দিষ্টকালের জন্য এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য তখন শিক্ষকদের মধ্যেও এক ধরনের স্থবিরতা এসে যায়। একজন সিনিয়র শিক্ষক বলেন, গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা বদলে গেছে। আগে কোন বর্ষের পরীক্ষা নেয়ার পর ৮ থেকে ১০ মাস চলে যেত খাতা দেখতে। ফলে, রেজাল্ট বেরুতে চলে যেত প্রায় ১ বছর। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। '৯০–এর পর থেকে এ অবস্থা কেটে গেছে। এখন ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে শিক্ষকরা খাতা কাটছেন। এজন্য তাড়াতাড়ি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতির অবস্থানও এখন সেশনজট কমানোর অনুকূলে। জঙ্গী আন্দোলনের কোন ইস্যু নেই। ফলে আন্দোলন করতে গিয়ে ক্লাস–পরীক্ষা বাদ দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন একজন ছাত্রনেতা যিনি বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তি তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ছাত্র রাজনীতি পরিচালনা করতে হবে।

সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার সময় থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবার প্রবণতা কমে আসে। এ ধারা বর্তমানেও বজায় রয়েছে। '৯০ গণঅভ্যুত্থানের পর দেখা গেছে, একই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি হত্যাকান্ড ঘটলেও অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়নি।

সেশনজট নিরসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছে বাণিজ্য অনুষদ। এই অনুষদভুক্ত ৪টি বিভাগের কোনটিতেই সেশনজট নেই। এ ছাড়া আইন বিভাগেও এখন আর কোন জট নেই। তবে কলা, সমাজ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদের প্রত্যেকটি বিভাগেই প্রায় আড়াই বছরের জট রয়েছে এখনও।

এসব জট নিরসনের জন্য ছুটির পরিমাণ হ্রাস, বাড়তি ক্লাসসহ বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক হয়েছে একাডেমিক ক্যালেন্ডার। একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সময় অনুযায়ী ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষকগণ খুবই আন্তরিক, জানালেন প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ। তিনি বলেন, পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের সংস্কৃতি থেকে ছাত্রদের সরে আসতে হবে। তিনি জানান, এখন যেভাবে চলছে তাতে আশা করা যায়, আগামী তিন বছরের মধ্য সেশনজট পুরো কেটে যাবে।